প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কৃষিকে যুগোপযোগী করার ফলে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২১ বঃ; ১৩ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন কৃষিতে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন সহায়তা, প্রণোদনা প্রদান এবং যুগোপযোগী প্রকল্প ও কর্মসূচী গ্রহণ করার ফলশ্রুতিতে দেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন এবং প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ থেকে বিদেশে চাল রপ্তানির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন প্রতিকুলতা সত্ত্বেও বিগত বছরে ৬ ভাগের উপর প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে আমরা সফল হয়েছি, যা অর্থনৈতিক গতিশীলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কেবল কৃষি ক্ষেত্রেই নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, নারী উন্নয়ন, যোগাযোগ, দেশ ও বিদেশে কর্মসংস্থান, নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, জঙ্গী দমন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের সরকার দৃষ্টান্তমূলক উন্নয়ন সাধন করেছে। আমাদের ঘোষিত লক্ষ্য ২০২১ সাল নাগাদ আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ যেন বিশ্বের বুকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হতে পারে। আজ শনিবার বিকেলে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৯ প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি কৃষি ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫টি স্বর্ণ পদক ৮টি রৌপ্য পদক ও ১৭ টি ব্রোঞ্জ পদক প্রদান করেন। কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার তহবিল বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর চেয়ারম্যান ও মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক এমপি। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. এসএম নাজমুল ইসলাম।

তিনি আরো বলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি প্রধান এই দেশের মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এবং কৃষি নির্ভর অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে যে বদ্ধপরিকর ছিলেন তার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রবর্তন। এ দেশের কৃষি তথা কৃষক ছিল জাতির পিতার চিন্তায় মননে প্রোথিত। তাই স্বাধীনতা লাভের পর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গঠিত সরকার ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহবিল গঠন করে।

আজকের দিনটিকে তাঁর ও তাঁর সরকারের জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের দিন উল্লেখ করে তিনি বলেন জাতির পিতার স্মৃতি বিজড়িত এ পুরস্কারপ্রাপ্তগণ কৃষি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন। পুরস্কারপ্রাপ্তদের দৃষ্টান্ত যাতে অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়-সে প্রয়াসকে বেগবান করা আমাদের উদ্দেশ্য। সে সাথে এ পুরস্কার যাঁরা পেলেন তাদের উপরও নতুন দায়িত্ব অর্পিত হল- নিজ নিজ কাজের ধারাকে আরো বিস্তৃত করার। আশাকরি এ দায়িত্ব পালনে আপনারা সফল হবেন।

কৃষির উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন সরকারের দায়িত্ব পাওয়ার পর আমরা কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করি। খাদ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করে খাদ্য নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করা, আপদকালীন নির্ভরযোগ্য মজুদ গড়ে তোলা ও জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা ছিল আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার। রাসায়নিক সার, সেচ, জ্বালানী তেল এবং কৃষি যন্ত্রপাতি সহজলভ্য করার জন্য কৃষিতে বিপুল উন্নয়ন সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের পর্যাপ্ত পুনর্বাসন ও প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে। খামার যান্ত্রিকীকরণের জন্য ২৫% উন্নয়ন সহায়তা দিয়ে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থার জনবল বৃদ্ধিসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা হয়েছে। কৃষি বিজ্ঞানীদের প্রণোদনা প্রদান ও গবেষণা কার্যক্রমকে জোরদার করা হয়েছে। ই-কৃষি প্রবর্তনে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৩৮৩.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে, যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ছিল ৩৩৩.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন।

অনুষ্ঠানে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, আগামী দিনের কৃষি হবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনকে টেকসই করার কৃষি, খোরপোষ কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর এবং আধুনিক পদ্ধতির উন্নত কৃষি। এ কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার বিজয়ীদেরকে আরও উদ্দীপ্ত ও উৎসাহিত করবে। অন্যদেরকেও অনুপ্রাণিত করবে এবং ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠবে ক্ষুধা, অপুষ্টি ও দারিদ্রমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে, মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক, এমপি বলেন, স্বাদু পানির মাছ ও ছাগল উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে। তিনি পুরস্কারপ্রাপ্তদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, দেশ ও কৃষির অগ্রগতিতে পুরস্কারপ্রাপ্তগণ অবদান রাখবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

১৬.১২.১৪

বিবেকানন্দ রায়
তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা
কৃষি মন্ত্রণালয়
মোবাঃ ০১৭১১-৮১৫৮৮১
ফোনঃ ৯৫১৪৭৭৬
E-mail-vivekroy07@yahoo.com